

সলাতে ভুল হলে কী করবেন?

ও

অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সলাত আদায় করবেন?



মুহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ

আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি সকল জাহানের পালনকর্তা। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর উপর যিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উম্মতের নিকট সুন্দরভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পরিবারের প্রতি তাঁর সাহাবীদের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর সুন্নাতসমূহ উত্তমরূপে অনুসরণ করে যাবে তাদের সকলের উপর।

হামদ ও সালাতের উপর সাধারণ মুসল্লীদের অনেকেরই সিজদায়ে সুহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে তার উপর আমল করা হয় না। যখন সিজদা দেয়া ওয়াজিব তখন তা ছেড়ে দেয়, আবার যখন সিজদার প্রয়োজন নেই তখন তা দিয়ে থাকে। সিজদা যখন সালামের পরে দিতে হবে তখন সে তা সালামের আগেই দিয়ে দেয়, আবার কখনও সালামের আগে সিজদা দিতে হবে কিন্তু সে সিজদা দেয় সালামের পরে। এ সমস্ত কারণে এ মাসআলাটি জানা থাকা প্রত্যেক মুসল্লীর জন্য অপরিহার্য বিষয় বিশেষ করে ইমামগণের জন্য যাদের ইজ্তিদা করেই সাধারণ মুসল্লীগণ সালাত আদায় করে থাকেন। যেহেতু মুসল্লীগণের নামাযের সকল প্রকার কার্যকলাপ সম্পর্কে ইমামগণের উপর দায়িত্ব বর্তায়— তা সে ভুল করুক বা সঠিক ভাবে সালাত আদায় করুক।

এ কারণে এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা লেখার ইচ্ছা পোষণ করলাম এ আশায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজের মাধ্যমে আমার মুসলিম ভাইদের উপকৃত করবেন। আল্লাহই সকল শক্তির মূল এবং তিনিই সকল সাহায্যের আধার। তাঁর উপরই ভরসা করলাম।

সুজুদ সাহউ এর পরিচয়

এমন দু'টি সিজদা যা ভুলের কারণে একজন মুসল্লী দিয়ে থাকেন যার ফলে তার কার্যত ভুল সংশোধন হয়ে যায়।

এর কারণ তিনটিঃ অতিরিক্ত, অসম্পূর্ণ, সন্দেহ।

অতিরিক্ত

যখন একজন মুসল্লী তার নামাযে কোন বৈঠক বা কিয়াম বা সিজদা বা রুকু ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত করে ফেলে তখন তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে ভুলে ক'রে থাকে এবং তার এ অতিরিক্ত ক'রে ফেলা কাজটি নামায শেষ করার আগে স্মরণে থাকে না, তবে তার কোন প্রকার গোনাহ হবে না। শুধুমাত্র দু'টি সিজদা দিলেই চলবে এবং তার নামায সঠিক থাকবে। আর যদি নামাযরত অবস্থায় তার অতিরিক্ত কাজটি স্মরণে আসে, তবে সে মুহূর্তেই নামাযের আসল অবস্থায় ফিরে আসতে হবে এবং অবশ্যই সিজদায়ে সুহু দিতে হবে। তবেই তার নামায সঠিক হবে।

উদাহরণ :

কোন একজন মুসল্লী যোহরের নামায পাঁচ রাকআত আদায় করছে তার এই অতিরিক্ত রাকআতটি এমন সময় স্মরণ হলো যখন সে পঞ্চম রাকআতের তাশাহুদে বৈঠকে আছে তখন সে তাশাহুদে বৈঠকে যে সমস্ত দুআ আছে সকল দুআ পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিবে তারপর সিজদায়ে সুহু দিবে আবার সালাম ফিরাবে। আর যদি তার এই ভুল সালামের পর স্মরণ হয় তবে সে দুইটি সিজদা দিবে আবার সালাম ফিরিয়ে দিবে। আর

সলাতে ভুল হলে কী করবেন?

৩

যদি তার পঞ্চম রাকআত আদায় করা অবস্থায় স্মরণ হয় তবে সে সেই মুহূর্তেই বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করে আবার সালাম ফিরাবে।

প্রমাণ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা যোহরের নামায পাঁচ রাকআত আদায় করলেন। তাকে বলা হলঃ নামায অতিরিক্ত আদায় করা হয়েছে। তিনি বললেন : কিভাবে? সাহাবাগণ বললেনঃ আপনি পাঁচ রাকআত পড়েছেন। তখন তিনি দুইটি সিজদা দিলেন সালাম ফিরানোর পরে। অন্য বর্ণনায়, তিনি তাঁর পা দুটিকে নামাযের শেষ বৈঠকের মত বিছিয়ে দিলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দুটি সিজদা দিলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

নামায শেষ করার আগেই সালাম ফিরিয়ে দেয়া

নামায পূর্ণ না করে সালাম ফিরানো একটি অতিরিক্ত কাজ। যদি কোন মুসল্লী নামায সমাপণ করার আগেই ইচ্ছাকৃত সালাম ফিরিয়ে দেয় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এ কাজটি ভুলে হয়ে থাকে এবং তার এ ভুলটি দীর্ঘসময় পর স্মরণ হয় তবে তার নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। আর যদি অল্পক্ষণের মধ্যেই যেমন দু' তিন মিনিটের মধ্যে স্মরণ হয় তবে তার অসম্পূর্ণ নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবে।

প্রমাণ :

আবু হুরাইরা রাজিআল্লাহু আনহু বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম একদা যোহর বা আসরের নামায পড়ালেন। তিনি দু রাকআতে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। যে সমস্ত মুসল্লী তাড়াতাড়ি মসজিদ হতে বের হয়ে গিয়েছিল তারা বলতে লাগল নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের একটি খুঁটির নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেখানে হেলান দিলেন এবং তাঁর চেহারা মুবারকে গোসসার চিহ্ন ফুটে উঠছিলো। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি ভুল করেছেন, না নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ আমি ভুল করিনি আর নামাযও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। লোকটি বললঃ বরং আপনি ভুল করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদের বললেনঃ সে কি সঠিক বলছে? তারা বললঃ হ্যাঁ। তখন তিনি এগিয়ে আসলেন এবং নামাযের অপর রাকআতসমূহ পূরণ করলেন, তার পর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন। (বুখারী, মুসলিম)

আর যদি ইমাম নামায পূর্ণ করার আগেই সালাম ফিরিয়ে দেন এবং যে সমস্ত মুসল্লীর নামায ছুটে গিয়েছে তারা তাদের নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে এমতাবস্থায় ইমামের স্বরণ হয় যে নামায পূর্ণ হয়নি, তখন তা পূরণ করার জন্য তিনি আবার উঠে দাঁড়ান তখন যে সকল মুসল্লী তাদের অসম্পূর্ণ নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে তাদের ইখতিয়ার রয়েছে হয়তো তারা একলা একলা নামায আদায় করে দুটি সিজদা দিয়ে নিবে অথবা ইমামের অনুসরণ করে ইমাম সালাম ফিরিয়ে দিয়ে আবার দাঁড়িয়ে নামায পূর্ণ করে নিবে এবং সালামের পর দু'টি সিজদা দিয়ে নিবে। এই পদ্ধতিটিই অধিকতর পছন্দনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

উদাহরণ :

যোহরের নামাযে ইমাম চার রাকআতের স্থলে তিন রাকআত নামায

আদায় করে সালাম ফিরিয়ে দিলো যে সকল মুসল্লীর এক, দুই, তিন রাকআত নামায বাকী আছে তারা তা পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে এমন সময় ইমামের স্মরণ হবার ফলে ইমামও নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল তখন নামায পূর্ণ করার জন্য সে সকল মুসল্লী আগে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তারা ইমামের অনুসরণে নামায পূর্ণ করে বাকী নামায পড়তে পারবে অথবা ইমামের ইজ্জিদা না করে নিজে নিজে নামায পূর্ণ করে সিজদায়ে সুহু দিয়ে নামায সমাপন করতে পারবে।

অসম্পূর্ণ

নামাযের কোন রুকন ছুটে যাওয়া

যদি কোন মুসল্লীর নামাযের কোন গুরুত্বপূর্ণ রুকন ছুটে যায় যেমন তাকবীরে তাহরীমা (যে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করা হয়) তবে তার নামায হবে না। সে এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে করুক অথবা ভুলে করুক। যেহেতু তার নামাযের গঠনই সঠিক হয়নি। আর যদি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন রুকন হয় আর যদি এ কাজটি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এ ছেড়ে দেয়াটা ভুলে হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় রাকআতে সে রুকন আদায়ের স্থানে পৌঁছে যায় তবে যে রাকআতে সে ভুল করেছিল তা তার জন্য অতিরিক্ত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় রাকআত তার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতে ছুটে যাওয়া রুকন পাওয়া না যায় তবে তার উপর ওয়াজিব হবে যে রুকন ছুটে গেছে তা পুনরায় আদায় করবে এবং এর পর নামাযের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসবে এবং তার পরের গুলি সে পূরণ করবে। এ দু' অবস্থাতেই তাকে সালামের পর সিজদা সুহু দিতে হবে।

প্রথম উদাহরণ :

কোন মুসল্লী প্রথম রাকআতের দু' সিজদার মধ্যে শেষেরটি দিতে ভুলে গেল এবং দ্বিতীয় রাকআতের দু' সিজদার মাঝে তার স্মরণ হলো, তখন প্রথম রাকআতটি তার জন্য অতিরিক্ত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং বাকী নামায ধারাবাহিকভাবে আদায় করবে এবং সিজদায়ে সাহু দিবে এবং সালাম ফিরিয়ে দিবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

কোন মুসল্লী প্রথম রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা ভুলে গেল এবং দু' সিজদার মাঝে বসাও ভুলে গিয়ে একটি সিজদা দিয়েই দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, তখন তার এ ভুলটি দ্বিতীয় রাকআতের রুকু হতে উঠার কালে স্মরণ হলো তখন সে ফিরে আসবে এবং বসে যাবে ও ছেড়ে যাওয়া সিজদাটি পূর্ণ করবে তারপর আবার ধারাবাহিকভাবে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা দিবে এবং আবার সালাম ফিরাবে।

খ - নামাযের ওয়াজিবসমূহের অসম্পূর্ণতা

যখন মুসল্লী নামাযের ওয়াজিবসমূহের কোন একটি ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলে ছেড়ে দেয় আর পরবর্তী আমল করার আগেই স্মরণ হয় তবে সে ফিরে এসে তা পূরণ করবে এবং তার নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা করে আবার সালাম ফিরিয়ে দেবে। আর যদি পরবর্তী আমলে পৌঁছে যাওয়ার পর স্মরণ হয় তবে সে ফিরে আসবে না বরং ধারাবাহিকভাবে তার নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরানোর পূর্বে সিজদায়ে সুহু দিয়ে দিবে।

উদাহরণ :

যে কোন মুসল্লী দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে ভুলে

সলাতে ভুল হলে কী করবেন?

৭

প্রথম তাশাহুদ পাঠ না করে তৃতীয় রাকআতের জন্য ভুলে দাঁড়ানোর জন্য এখনও সে নিতম্বকে উঠায়নি তার আগে আগেই তার স্মরণ হবার ফলে সে বসে পড়বে এবং সে তাশাহুদ পাঠ করে অবশিষ্ট নামায আদায় করবে তবে তার উপর কোন হুকুম বর্তাবে না। আর যদি নিতম্ব উঠিয়ে ফেলে কিন্তু এখনও পূর্ণভাবে দাঁড়ায়নি তবে সে বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পাঠ করবে এবং ধারাবাহিকভাবে নামায পূর্ণ করবে তারপর সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদায়ে সাহু দিবে। আর যদি পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যায় তবে তাকে আবার তাশাহুদ পড়তে হবে না। সে ধারাবাহিকভাবে নামায পূর্ণ করবে, এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিবে।

প্রমাণ :

আব্দুল্লাহ বিন বুহাইনাহ রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা যোহরের নামায পড়ার সময় দ্বিতীয় রাকআত শেষে না বসেই তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল যখন তিনি নামায সমাপন করলেন এবং লোকেরা সালামের অপেক্ষায় আছে তখন তিনি তাকবীর দিলেন এবং বসা অবস্থায় দুটি সিজদা দিলেন সালাম ফেরানোর আগে তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

সন্দেহ

দু'টি কাজের মধ্যে কোনটি করা হয়েছে তার সিদ্ধান্ত নিতে না পারাকে সন্দেহ বলে।

ইবাদাতের মধ্যে তিনটি অবস্থা ব্যতীত সন্দেহের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে না।

প্রথমত : যা একান্ত ব্যক্তিগত সন্দেহ হয়ে থাকে, যার কোন ভিত্তি

নেই । যেমন অন্তরের কু ধারণা ।

দ্বিতীয়ত : অনেক মানুষের মাঝে এমন সন্দেহ হয় যে সে কোন কাজটি করেনি ।

তৃতীয়ত : কোন ইবাদত সমাপন করার পর তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কাজটি বিশ্বস্ততার সাথে প্রমাণিত না হয় । এরপর তার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করবে ।

উদাহরণ :

কোন ব্যক্তি যোহরের নামায আদায় করেছে, যখন সে নামায সমাপন করল তার সন্দেহ হল সে কি তিন অথবা চার রাকআত আদায় করেছে । এ অবস্থায় তার সন্দেহের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব দেয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির করা না হবে যে, সে তিন রাকআত আদায় করেছে । যখন এরূপ স্থির করবে তখন সে অবশিষ্ট নামায আদায় করবে যদি তার এ সন্দেহ নামায সমাপন করার অল্পক্ষণের মধ্যে ঘটে থাকে । তবে সে নামায সমাপন করে সিজদায়ে সাহু দিবে তারপর সালাম ফিরাবে । আর যদি অনেকক্ষণ পর স্মরণ হয় তবে তাকে নামায পুনরায় নতুন করে পড়তে হবে । এ তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ ঘটলে তার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে । তখন সন্দেহ দুই অবস্থার যে কোন একটি হবে ।

প্রথম অবস্থা :

যে দু'টি বিষয়ে সে সন্দেহ করছে তন্মধ্যে যে কোন একটিকে প্রাধান্য দিবে এবং যে আমলকে প্রাধান্য দেয়া হলো তার উপর আমল করবে এভাবে সে নামায সমাপন করবে এবং সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু দিবে এবং আবার সালাম ফিরাবে ।

উদাহরণ :

কোন ব্যক্তি যোহরের সালাত আদায় করছে তখন যে কোন রাকআতে সে সন্দেহ করছে এটা কি দ্বিতীয় না তৃতীয়। কিন্তু সে প্রাধান্য দিচ্ছে যে এ রাকআতটি তৃতীয় রাকআত। তবে সে এটাকে তৃতীয় হিসেবেই গ্রহণ করবে এবং ধারাবাহিকভাবে এর পর এক রাকআত আদায় করবে, এবং সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে।

প্রমাণ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তোমাদের কেউ তার নামাযের ব্যাপারে সন্দেহ করে তবে সে যেন সঠিকের পক্ষে প্রাধান্য দেয়, তার প্রাধান্য অনুযায়ী নামায পূর্ণ করে তার পর সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু দেয়।

বুখারী ও মুসলিম, অন্যান্য। এ হাদীসের শব্দসমূহ বুখারীর।

দ্বিতীয় অবস্থা :

মুসল্লী দু'টির কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে পারছে না তবে বিশ্বাসের উপর ভর করে আমল করবে। এটা খুব কমই ঘটে থাকে। বিশ্বাসের উপর ভর করে বাকী নামায আদায় করে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নিবে এবং সালাম ফিরাবে।

উদাহরণ :

কোন ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করার মাঝে তার সন্দেহ হলো কোন একটি রাকআতে এটা কি দ্বিতীয় না তৃতীয়। আবার সে কোন একটিকে প্রাধান্যও দিতে পারছে না। তখন সে এটাকে দ্বিতীয় হিসেবে গ্রহণ করবে এবং প্রথম তাশাহুদ পাঠ করবে আর ধারাবাহিকভাবে নামায পূর্ণ

করে সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরাবে।

প্রমাণ :

আবু সাঈদ খুদরী রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যখন তোমাদের কেউ তার নামাযে সন্দেহ করে সে কত রাকআত পড়েছে তৃতীয় না চতুর্থ, তবে সে যেন সন্দেহ করা ছেড়ে দেয় এবং তার বিশ্বাস যা বলে তার উপর ভিত্তি করে নামায সমাপ্ত করে। তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিবে। যদি সে পাঁচ রাকআত আদায় করে তবে তার জন্য নামায শুফারিশ করবে। আর যদি তার নামায পূর্ণ চার রাকআতই হয় তবে তা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনা হবে।

—মুসলিম

সন্দেহের আরো কয়েকটি উদাহরণ :

কোন মুসল্লী জামাআতে দাঁড়ালো এমতাবস্থায় যে, ইমাম রুকুত, সে কিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামায আরম্ভ করল তারপর রুকুতে গেল, এ আমলটি তিনটি অবস্থার যে কোন একটি হতে মুক্ত নয় :

প্রথমত : মুসল্লীর বিশ্বাস যে, সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়েছে রুকু হতে মাথা উঠানোর পূর্বেই, তাহলে সে এ রাকআতটি পেয়ে যাবে, তার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করার হুকুম রহিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত : তার বিশ্বাস নামায আরম্ভ করার পর রুকুতে যাওয়ার আগেই ইমাম রুকু হতে উঠে গেছেন। এমতাবস্থায় তার এ রাকআত পাওয়া হল না। তাকে এ রাকআত পূর্ণ করতে হবে।

তৃতীয়ত : তার সন্দেহ সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়েছে কিনা?

তাহলে তার রাকআত পাওয়া হয়ে গেল। অথবা তার রুকুতে যাওয়ার আগেই ইমাম রুকু হতে উঠে গেছেন কিনা? তাহলে তার রাকআত পাওয়া হল না। যদি সে এ দু অবস্থার কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়, তবে যে অবস্থার প্রতি প্রাধান্য দিবে তার উপরই আমল করবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে নামায সমাপন করতে থাকবে শেষ বৈঠকে সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরাবে— যদি তার কোন রাকআত ছুটে না গিয়ে থাকে। আর যদি থাকে তবে তা পূর্ণ করে তবে সিজদা সাহু দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি কোন একটি অবস্থাকে প্রাধান্য দিতে না পারে তবে বিশ্বাসের উপর আমল করবে। তা এই যে, সে এই রাকআত পায় নি। এরপর ধারাবাহিকভাবে নামায সমাপন করবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যখন কোন মুসল্লী তার নামাযে সন্দেহ করে তখন সে বিশ্বাসের উপর আমল করবে অথবা যে বিষয়ের প্রতি সে প্রাধান্য দিবে তার উপর— উপরের বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে। তারপর তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে যা করেছে তা বাস্তব উপযোগী এবং সঠিক কোন ধরনের ভুল বা ভ্রান্তি, কোন ধরনের কম-বেশীর আমল ঘটেনি। তবে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। ইমামগণের প্রসিদ্ধ মতের একটি এটা এ কারণে যে, তার মধ্যে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ঘটেনি। আর তা হলো সন্দেহ। কিন্তু কারো মতে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কারণ এর ফলে শয়তান লাঞ্চিত হবে। যেমনটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য আমরা হাদীসে পাই - “আর যদি সে সঠিক নামায আদায় করে থাকে তবে তা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনা হবে।” যেহেতু মুসল্লী যখন সঠিকভাবে সালাত আদায় করছিল তখন তার মনে সন্দেহ বিরাজ করছিল তার জন্যও সিজদায়ে সাহু দেয়া কর্তব্য। এ

মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণ :

কোন মুসল্লী সালাত আদায় করছে তখন সে কোন এক রাকআতে সন্দেহ করল এটা দ্বিতীয় না তৃতীয়? অথচ কোনটিকেই প্রাধান্য দিতে পারছে না। তখন সে এটাকে দ্বিতীয় বিশ্বাসে গ্রহণ করে নামায ধারাবাহিকভাবে সমাপন করল। সমাপন শেষের কালে তার স্মরণ হল যে, যে রাকআতে সে সন্দেহ করেছে তা দ্বিতীয় রাকআতই ছিল। এ অবস্থায় উলামাদের এক দলের মতে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। অপর মতে যা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্যযোগ্য মুসল্লীকে সালামের আগে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

জামাতের ভুলে সিজদায়ে সাহু

যদি ইমাম ভুল করেন তবে মুসল্লীগণের উপর ওয়াজিব ইমামের অনুসরণে তাদেরও সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

সাহাবী আবু হুরাইরা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্য : “নিশ্চয় ইমামকে নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য, কোন কাজে তার বিরোধিতা করো না। যখন সে সিজদা করে তখন তোমরাও সিজদা কর।” বুখারী, মুসলিম।

এ কারণে ইমাম যখনই সিজদা করবে— তা সালামের আগে হোক বা পরে— মুসল্লীগণকেও তখনই সিজদা করতে হবে। শুধু মাত্র ঐ মুসল্লী ছাড়া যার নামায বাকী আছে। যেহেতু সে ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে পারছে না, সেহেতু তার সিজদাও দিতে হবে না। তবে যখন সে নামায সমাপন

কালে সালাম ফিরাবে, অতঃপর সিজদায়ে সাহু দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে।

উদাহরণ :

কোন মুসল্লী ইমামকে শেষ রাকআতে পেল আর ইমামের নামাযে কোন ভুল করার কারণে সালামের পরে সিজদা সাহু দিতে হবে। ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন ঐ মুসল্লী যার নামায বাকী আছে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তার যা বাকী আছে তা পূর্ণ করবে, সে ইমামের সাথে সিজদা করবে না। যখন তার অসম্পূর্ণ নামায পূর্ণ করবে তখন সে সালাম ফিরাবে এবং সিজদায়ে সাহু দিবে। যখন মুসল্লী নামাযে এমন কোন ভুল করল যা ইমামের দ্বারা হয়নি এবং এ ভুলে নামাযের কোন অংশ ছুটে যায় নি, তবে মুসল্লীকে কোন সিজদা দিতে হবে না। কেননা ইমামের বিরোধিতার কারণে সিজদা সাহুর প্রয়োজন হবে। যেমন সাহাবাগণের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুলে তাশাহুদ না পড়ে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, তখন সাহাবাগণও তাশাহুদ পড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা তাশাহুদের জন্যে বসে থাকেন নি। এটা সম্ভব হয়েছিল ইমামের ইজ্জিদা এবং তার বিরোধিতা না করার কারণে।

কিন্তু মুসল্লীর যদি কোন অংশ ছুটে যায় কিন্তু ইমামের সাথে জামাআতে থাকার কারণে সে ভুলে গিয়েছে অথবা বাকী অংশ যা রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে কোন ধরনের ভুল হয়েছে তবে তার জন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। যার বর্ণনা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উদাহরণঃ

কোন মুসল্লী রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম তাসবীহ পড়া ভুলে

গিয়েছে, কিন্তু এ ব্যতীত নামাযের কোন রুকন বা ওয়াজিব ছুটে যায়নি, তবে এ তাসবীহ ছুটে যাওয়ার কারণে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। যদি কোন রাকআত ছুটে যায় বা এর বেশী কিছু তবে তা পূর্ণ করবে এবং সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিবে।

অপর উদাহরণ :

মুসল্লী ইমামের সাথে জামাআতে যোহরের নামায আদায় করছে যখন ইমাম চতুর্থ রাকআতে দাঁড়িয়ে যায় তখন মুসল্লী এ ধারণায় বসে থাকে যে, এটা শেষ রাকআত ছিল। যখন সে জানতে পারে যে, ইমাম দাঁড়ানো অবস্থায় আছে, সেও দাঁড়িয়ে যায়। তার দাঁড়ানোর কালে যদি নামাযের কোন অংশ ছুটে না গিয়ে থাকে তবে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। আর যদি এক রাকআত বা তার বেশী কিছু ছুটে যায় তবে তা পূরণ করবে এবং সালাম ফিরাবে অতঃপর সিজদায়ে সাহু দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে।

সারকথা :

সিজদায়ে সাহু কখনও সালামের পূর্বে হবে এবং কখনও সালামের পরে হবে।

সালামের পূর্বের দু'টি অবস্থা:

প্রথম : নামাযের কোন আমল যখন অসম্পূর্ণ থাকবে। যা আব্দুল্লাহ বিন বুহাইনা রাজিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দিয়েছিলেন তার বদলে সালামের পূর্বে সিজদা সাহু দিয়েছিলেন। যার বর্ণনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় : যখন মুসল্লী কোন সন্দেহ করে এবং দু'অবস্থার কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম না হয়। যা আবু সাঈদ খুদরী রাজিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে নিশ্চিত নয় সে তিন অথবা চার রাকআত আদায় করেছে। যার ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ মুসল্লীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সালামের পূর্বে সিজদা সাহু করার।

অনুরূপ সালামের পরে সিজদায়ে সাহুর দু'অবস্থা :

প্রথমঃ যখন নামায়ে কোন অতিরিক্ত আমল করা হয়ে থাকে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যোহরের নামায পাঁচ রাকআত আদায় করলেন। সাহাবাগণ সালামের পর তাকে স্বরণ করিয়ে দিলেন, তিনি সিজদায়ে সাহু দিলেন অতঃপর আবার সালাম ফিরালেন। তাঁর এ আমল এটাই প্রমাণ করে যে, সালামের পর সিজদা সাহু দেয়া এ অর্থে যে, তিনি তার অতিরিক্ত আমলের সংবাদ সালামের আগে জানতে পারেননি বরং পরে পরে জানতে পেরেছেন। বাহ্যত হুকুম এই যে, নামায়ে কোন কিছু অতিরিক্ত হলে সালামের পর সিজদায়ে সাহু দিতে হবে, ইমাম বা মুসল্লী এই অতিরিক্ত আমলটি সালামের আগে বা পরে যখনই জানতে পারুক।

অনুরূপ যখন কোন মুসল্লী নামায পূর্ণ করার পূর্বেই ভুলে সালাম ফিরিয়ে দিল তার পর তার স্বরণ হলো তখন তার অপূর্ণ আমলটি পূর্ণ করল। এর ফলে সে নামায সমাপন করে সে সালাম অতিরিক্ত দিয়ে ফেললো। এ আমলের কারণে সে সালামের পরে সিজদায়ে সাহু দিবে।

আবু হুরাইরা রাজিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস- যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর বা আসরের নামায়ে দু'রাকআতে

সালাম ফিরালেন। পরবর্তীকালে সাহাবাগণ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনি তার নামায পূর্ণ করলেন এবং সালাম ফিরালেন অতঃপর সিজদায়ে সাহু দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন।

দ্বিতীয় : যখন কোন সন্দেহ ঘটে থাকে মুসল্লী তার দু' অবস্থায় কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিআল্লাহু আনহুর হাদীস - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে তার নামাযে কোন সন্দেহ হলে সে যেন সঠিকটি নির্ধারণ করে নেয় এবং ধারাবাহিকভাবে নামায সমাপন করে, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু দেয়। আর যদি কোন মুসল্লী দুটি ভুল করে ফেলেন যার একটির কারণে সালামের আগে সিজদা দিতে হবে, অপরটির কারণে সালামের পর সিজদা দিতে হবে এ অবস্থায় ইমামগণের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি সালামের আগেরটি গুরুতর হয় তবে সালামের আগে সিজদায়ে সাহু দিবে।

উদাহরণ :

কোন মুসল্লী যোহরের নামায আদায় কালে সে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে গেছে, প্রথম তাশাহহুদের জন্য সে দ্বিতীয় রাকআতে বসে নাই। কিন্তু তৃতীয় রাকআতের শেষে সে দ্বিতীয় রাকআত ধারণা করে বসে গেছে তারপর তার স্মরণ হল যে এটা তৃতীয় রাকআত, তখন সে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এক রাকআত পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু দিবে অতঃপর সালাম ফিরাবে।

এ ব্যক্তির আমল এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, সে প্রথম তাশাহহুদ ছেড়ে দিয়েছে, তার ফলে তাকে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। আবার তৃতীয় রাকআতে সে বসে গেছে, এর ফলে সালামের পরে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় তাকে সালামের পরে সিজদায়ে সাহু না দিয়ে সালামের আগেই সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, আমাদের এবং মুসলিম ভাইদের তৌফিক দান করেন যেন তারা আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী তাদের প্রকাশ্য ও আন্তরিক আক্বীদা ও ইবাদতসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে, আমাদের পরকালীন জীবন যেন সুন্দর হয়। আল্লাহ তুমি মহান দাতা, মহা সম্মানিত।

অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সলাত আদায় করবে

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا -

হামদ ও নাতের পর

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন এবং সলাত আদায় সম্পর্কে যে সমস্ত ওয়াজিব আমল রয়েছে সে সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আলাদা হুকুম রয়েছে যেহেতু সে এমন অবস্থায় রয়েছে যার জন্য ইসলামী শরীয়ত যথেষ্ট ছাড় দিয়েছে। মহান আল্লাহ নবী (সাঃ)কে সহজ, সুন্দর ও সাশ্বত বিধান সহ সুস্পষ্ট সূদ্ধ ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন :

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - (الحج ৭৮)

তোমাদের ধর্মে কোনরূপ জটিলতা রাখেন নাই। (সূরা হাজ্জ ৭৮)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ - (البقرة ১৮০)

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান তোমাদের জন্য কোন জটিলতা চান না। (সূরা বাক্বরাহ - ১৮০)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا-

যতটুকু সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর এবং তার আদেশ শোন ও তা মেনে চল।

মহানবী (সাঃ) বলেন : নিশ্চয় ধর্ম সহজ।

তিনি আরো বলেন, যখন তোমাদের কোন নির্দেশ পালন করার আদেশ দেয়া হয় তখন সাধ্যমত তোমরা তা পালন কর।

এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ পাক সে সমস্ত দুর্দশাগ্রস্থ বান্দাদের ইবাদত হালকা করে দিয়েছেন তাদের ওজর অনুযায়ী। যেন তারা কোনরূপ সংকোচ, কষ্ট ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত নিশ্চিত মনে পালন করতে পারে। সকল প্রশংসা একমাত্র মহান বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

পবিত্রতা অর্জন :

(১) অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব সে যেন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে। মল, মুত্র বা বায়ু ত্যাগ তথা ছোট নাপাকির ক্ষেত্রে ওজু করে এবং ফরয গোসলের সময় গোসল করে।

(২) অসুখ হেতু যদি সে পানি ব্যবহারে অপারগ হয় অথবা তার অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশংকা করে অথবা সুস্থ হতে বিলম্বের ভয় করে তবে সে

তায়াম্মুম করবে।

(৩) তায়াম্মুমের নিয়ম : পবিত্র মাটির উপর একবার হাত মারবে তারপর তার দ্বারা সে চেহারায় মাখবে তাপর ডান হাতের কজি দিয়ে বাম হাত এবং বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কজি মসেহ করবে। অসুস্থ ব্যক্তি যদি নিজে তায়াম্মুম করতে সক্ষম না হয় তবে অন্য ব্যক্তি তাকে সহযোগীতা করবে। অপর লোকটি পবিত্র মাটিতে হাত মারবে এবং অসুস্থ ব্যক্তির চেহারা মসেহ করে দিবে এবং ডান হাত দিয়ে ডান হাত এবং বাম হাত দিয়ে বাম হাত মসেহ করে দিবে।

এ নির্দেশ ওজুর হুকুমের সমপ্রজোয্য হুকুম। অসুস্থ ব্যক্তি নিজে ওয়ু করতে না পারলে অন্য ব্যক্তি তাকে ওয়ু করিয়ে দিবে।

(৪) ঘড়ের দেয়াল যদি মাটির হয় এবং তাতে ধুলার আবরণ থাকে তবে সে দেয়াল দিয়ে তায়াম্মুম করা চলবে। কিন্তু দেয়াল যদি এমন কিছু দিয়ে তৈরী করা হয় যা মাটি জাতীয় নয় যেমন সিমেন্টের পলিস্তরা বা ডিস্টেম্পার জাতীয় বা দেয়ালে যদি বার্নিশের মত হয় তবে তার দ্বারা তায়াম্মুম করা চলবে না তবে যদি তাতে ধুলার আবরণ থাকে তবে তা চলবে।

(৫) যদি কোন মাটির দেয়াল না থাকে অথবা অন্য কোন বস্তু যাতে ধূলা না থাকে তবে মাটি আলাদা ভাবে তৈরী করে কোন রুম্মালে বা পাত্রে রেখে তা ব্যবহার করা চলবে।

(৬) অসুস্থ ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্তের জন্য তায়াম্মুম করে এবং অপর ওয়াক্তের নামায পর্যন্ত তার তায়াম্মুম নষ্ট না হয়ে থাকে তবে সে প্রথম বারের তায়াম্মুম দ্বারাই পরের ওয়াক্তের নামায আদায় করবে। নতুনভাবে তায়াম্মুম করার কোন প্রয়োজন হবে না। কারণ সে পূর্বের অবস্থায় রয়েছে

এবং তায়াম্মুম নষ্ট হতে পারে এমন কোন কারণ পাওয়া যায় না।

(৭) অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব সে যেন তার শরীর পাক-সাফ রাখে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থায়ই সলাত আদায় করবে। এতে তার নামায ঠিকমত আদায় হয়ে যাবে বাতিল হবে না। নামায নতুনভাবে আদায় করতে হবে না।

(৮) অসুস্থ ব্যক্তির কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। যদি তার কাপড়ে নাপাকি লেগে যায় তবে সে যেন তার পোষাক খুলে ফেলে অথবা নতুন সাফ-সুতরো জামা পড়ে নেয়। যদি সম্ভব না হয় তবে যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থাতেই সলাত আদায় করবে তার সলাত আদায় হয়ে যাবে, নতুনভাবে পড়ার দরকার হবে না।

(৯) পাক-সাফ স্থানে সলাত আদায় করাও অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি অবশ্য কর্তব্য। যদি এমন বিছানায় থাকে যাতে নাপাকি লেগে গেছে তবে তা ধুয়ে ফেলবে বা পাক-পবিত্র বিছানা দ্বারা তার বিছানা পরিবর্তন করে নিবে বা সেই বিছানার উপরই অন্য একটি বিছানা বিছিয়ে নিবে। যদি এর কোনটিই সম্ভব না হয় তবে সে যে অবস্থায়ই রয়েছে সে অবস্থাতেই সলাত আদায় করবে তার নামায সঠিকভাবে আদায় হবে। নতুনভাবে আদায় করতে হবে না।

সলাত আদায়ের পদ্ধতি :

(১) অসুস্থ ব্যক্তির উপর সলাত দাড়িয়ে আদায় করা ওয়াজিব। যদিও তাকে দাড়াতে হলে কোন লাঠি, দেয়াল বা কোন কিছুর উপর ভর করে দাড়াতে হয় অথবা সোজা হয়ে না দাড়াতে পারলেও অন্তত দু'পায়ে দাড়িয়ে সামনে ঝুকে দাড়াবে।

(২) যদি কোন অবস্থাতেই দাড়াতে সক্ষম না হয় তবে যেন বসে সলাত আদায় করে। উত্তম পন্থা হচ্ছে কিয়াম ও রুকুর অবস্থায় পার পায়ে বসবে এবং সিজদার সময় পা দুটিকে বিছিয়ে নিবে।

(৩) যদি বসেও সলাত আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে কেবলামুখী হয়ে বাম কাত না হয়ে ডান কাত হয়ে শুয়ে সলাত আদায় করবে। যদি কেবলামুখী হতে সক্ষম না হয় তবে যেকোন ইচ্ছা সৈদিক মুখ করে সলাত আদায় করবে। যে নামায পড়া হলো তা আর ফিরিয়ে পড়তে হবে না।

(৪) যদি কাত হয়ে সলাত আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে চিৎ হয়ে শুয়ে সলাত আদায় করবে। তবে পা দুটিকে কেবলামুখী করে নিবে। উত্তম পন্থা হলো মাথাটা একটু উচু করে নিবে যাতে মুখ কেবলামুখী থাকে যদি এভাবে পা দুটিকে কেবলা মুখী রাখতে সক্ষম না হয় তবে যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে সলাত আদায় করবে।

(৫) যথা সম্ভব উচিত রুকু সিজদা করা। যদি রুকু করতে সক্ষম না হয় তবে মাথার দ্বারা ইশারা করবে এবং সিজদা করার সময় রুকু থেকে একটু বেশী ঝুকবে। যদি রুকু করতে সক্ষম হয় সিজদা করতে সক্ষম না হয় তবে রুকুর মত রুকু করে নিবে আর সিজদা ইশারার মাধ্যমে করবে। আবার যদি সিজদা করতে সক্ষম হয় রুকু করতে সক্ষম না হয় তবে সিজদার মত সিজদা করবে আর রুকু ইশারায় করে নিবে।

(৬) ইশারার মাধ্যমে যদি রুকু সিজদা করতে সক্ষম না হয় তবে চোখের মাধ্যমে ইশারা করবে। রুকুর জন্য অঙ্গুলি চোখ বন্ধ রাখবে আর সিজদার জন্য আগের চেয়ে একটু বেশী সময় চোখ বন্ধ রাখবে। আঙ্গুলের ইশারার মাধ্যমে যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তিগণ সলাত আদায় করে থাকেন তা সঠিক শরীয়ত সম্মত নয়। কোরআন ও সুন্নাহ বা কোন উলামাগণের মন্তব্য পাওয়া যায় না।

(৭) যদি এমন গুরুতর অসুস্থ হয় যে, মাথা দ্বারা বা চোখ দ্বারা ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে মনে মনে সলাত আদায় করবে এবং রুকু সিজদা কিয়াম বসা মনে মনে করবে। কেননা মানুষ যে কাজের নিযত করবে সে তাই পাবে।

(৮) প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায সাধ্যমত ঐ ওয়াক্তেই আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। কোন ওয়াক্তই বিলম্ব করে আদায় করা ঠিক হবে না।

(৯) যদি প্রত্যেক ওয়াক্ত সলাত ঐ ওয়াক্তে আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে তবে যোহর আসর কে জমা করে আদায় করবে এবং মাগরিব ও ইশাকে একত্রিত করে পড়বে। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যেভাবে সহজ হয় সে ভাবে আগে পিছে করে পড়ে নিবে। অর্থাৎ যোহরের নামাযকে বিলম্ব করে আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কিছু আগে পড়ে নিবে। আবার আসরের নামাযকে এগিয়ে নিয়ে যোহরের নামাযের সময়ে আদায় করে নিবে। মাগরিব ও এশাও তদ্রূপই করবে।

(১০) শুধু মাত্র ফজর সলাত ব্যতীত। ফজরের সলাতকে কোন সলাতের সাথেই মেলানো যাবে না। আগের নামায এশার সাথেও না আর পরের নামায যোহরের নামাযের সাথেও না। সঠিক সময় ফজরের সলাত আদায় করতে হবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের জন্য উপহার :

বই সমূহের অনুবাদক ও লেখক : মুহাম্মদ জহরুল হক জায়েদ

* দু'আয়ে খাতমুল কুরআন- মূল : ইমাম ইবনে তাইমিয়া

এ বইখানাতে কুরআন খতম করার পর যে সকল দু'আ পড়া উচিত তারই সংকলন। দু'আ করার স্থান, কবুল হওয়ার সময় কুরআন ও হাদীস হতে অন্যান্য বহু দু'আ এ বইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাজারে প্রচলিত বই বা কুরআনের শেষে যে দু'আ রয়েছে তার থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

* রসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সলাত পাঠ করার নিয়ম, স্থান ও ফযীলত -

* আশ্মা পারা (উচ্চারণ ও অর্থ)

* হারাম রিয়ক

আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন, আর সুদ হারাম করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবানে আমরা কোন ব্যবসা হালাল তার নির্দিষ্ট না থাকলেও কোন ব্যবসা হারাম তার নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

* মহিলাদের একান্ত বিষয় :

বর্তমানে যে হারে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আধুনিকায়নের ভূত চেপে বসছে, তাতে তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি যে ধরনের বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা গড়ে উঠছে তা থেকে পর্দা উন্মোচন করাই মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম মানবজাতির সকল দিক জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম- এ কথাই প্রমাণই হচ্ছে এ বই খানা।

* অন্য এক কুরআনের পরিচয় :

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আরবী ভাষায় নাজিল করেছেন। এ কুরআনের মত কোন কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত কেউ প্রস্তুত করতে পারবে না। কিন্তু হেদায়া নামক গ্রন্থের লেখক যদি তার লিখিত গ্রন্থকে কুরআনের মত বলে দাবী করে তবে একজন মুসলিম হিসেবে এবং কুরআনের বিত্ত্বতা চ্যালেঞ্জ করার মত দুঃসাহস করার প্রতিবাদ করা নৈতিক দায়িত্ব বলে স্থির করে এ বিষয়ের উপর লিখিত একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ যাতে হেদায়ার ভুল এবং বিত্ত্বতার প্রশ্ন পাঠকগণের নিকট সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

* স্বপ্ন রহস্য :

মানুষ স্বপ্ন দেখে। তার অর্থ জানার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠে। আর সে ব্যাকুলতার সমাধান হয়ে দাঁড়ায় বাজারের সস্তা বই। কিন্তু আসলে স্বপ্ন কি? এর অর্থ কি হতে পারে? স্বপ্ন দেখার আদব, যে স্বপ্ন দেখে তার কিছু নিয়ম, আর যার কাছে স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইবে, সে কিভাবে বলবে? ইত্যাদি সকল প্রশ্নের সমাধান এই বইটিতে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আহলে হাদীস সমাজে এর আগে কোন আলেম এই ধরনের বই লেখেননি বা অনুবাদ করেননি বিধায় এটাই প্রথম প্রয়াস।

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়্যত :

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির মুহর্ত

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কান্নার মুহর্ত

রাসূল তার সারা জীবনে উম্মতের জন্য যে সকল অসিয়্যত করে গেছেন, তিনি কখন হেসেছেন, কখন কেঁদেছেন তা এক একটি বইয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল বই থেকে ছব্ব বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

* ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?

বর্তমান মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় দু'টি দল শীয়া ও সুন্নী। এ দু'টি দল বহু বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তন্মধ্যে ইমাম হুসাইনের হত্যা বিষয়টি উল্লেখ যোগ্য। আসলে কে হুসাইনকে হত্যা করেছে? মুয়াবিয়া, ইয়াযিদ, ওবাদুল্লাহ বিন যিয়াদ না অন্য কেউ? ---- সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন - ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?

* ইমাম জাফরের সাথে জনৈক শীয়া রাফেযীর মুনাযারা

শীয়াদের মধ্যেও বহু দল উপদল রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে কট্টরপন্থী হলো রাফেযীরা। তারা আলীকে নবী বলে মানেন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহাবী বলে আলীকে মানেন। এমনকি নবীর হক্কেদারও আলী তাদের এ ধরনের বিশ্বাস। তেমনভাবে আলী আবু বকর ওমর উসমান সহ সকল সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ? এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নে মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। যা ইতিহাসের পাতায় ইমাম জাফর সাদেক ও শীয়া রাফেযীর বাহাস নামে পরিচিত।

* ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খলিফা মুআবিয়া :

একজন সাহাবী, একজন কুরআনের লেখক, একজন সম্মানিত ব্যক্তি যাকে ওমর ও উসমান রাজিআল্লাহু আনহুমা বিশ্বস্ত ও আমানাতদার মনে করেছেন? যিনি মুসলিম বিশ্বের প্রথম নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন? আসলে তিনি কেমন প্রকৃতির ছিলেন? আলীপন্থী শীয়ারা বা সকল শীয়ারা তার সম্পর্কে কি ধারণা রাখে আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামাগণ এ ব্যাপারে কি বলেন? এ বইতে তাই আলোচনা করা হয়েছে।

আরো কিছু উপহার :

মহিলাদের নামায

দু'আয়ে খাতমুল কুরআন

রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সালাত পাঠ করার নিয়ম, স্থান ও ফযীলত

আম্মা পারা (উচ্চারণ ও অর্থ)

নামায কেন পড়ব?

হারাম রিয্ক যা আপনার ইবাদত নষ্ট করে দেয়

মহিলাদের একান্ত বিষয়

অন্য এক কুরআনের পরিচয়

স্বপ্ন রহস্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়াত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কান্না

ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?

ইমাম জাফরে সাথে জনৈক শীয়া রাফেযীর মুনাযারা

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খলিফা মুআবিয়া

শায়খুল হাদীস এর আমলনামা

জাল-যঈফ হাদীসের আলোকে হাজ্জ উমরাহ যিয়ারাহ

ছোটদের চার খলিকা

তাওবা

মুসলিম বিভক্তির কারণ পরিণতি

চার ইমানের আকীদা কেমন ছিল?

কস্তুন্তুনিসার বিজয় কাহিনী

প্রাপ্তিস্থান

(১) জহুরুল হক জায়েদ
৫৯ সিদ্ধাটুলী লেন, ঢাকা।

(২) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কার্যালয়
৪ নাজির বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা।

(৩) মাসিক আত-তাহরীক কার্যালয়
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৬৭৪-৪৯২৪৩২

(৪) বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ
ঢাকা জেলা কার্যালয়, ঢাকা।
মোবাইল : ০১১৯০১১৮৫৩৪

(৫) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা।

(৬) আহলে হাদীস লাইব্রেরী
২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।

(৭) আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা।

(৮) জায়েদ লাইব্রেরী
মোবাইল : ০১১৯১১৯৬৩০০